শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, দরকার মনোজাগতিক পরিবর্তন

গত এক দশকে অর্থনৈতিক খাতসহ বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ অনেকদূর এগিয়েছে। দেশ-বিদেশের নানা জরিপ ও গবেষণা প্রতিবেদনসহ বিভিন্ন দলিলে তার প্রমাণ আছে। এসব দলিলে এই প্রমাণও অস্পষ্ট নয় যে, অর্জিত উন্নয়নে নারী-পুরুষ উভয়েরই অবদান আছে। সংগত কারণে উন্নয়নের সুফল ভোগেও নারীর সমান অধিকার থাকবার কথা। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এখানে নারীর সমান অধিকার লাভ তো দূরের কথা, তার সমান নাগরিক হওয়ার অধিকারটুকুও কার্যত স্বীকৃত নয়; যেজন্য শুধু লিঙ্গপরিচয়ের কারণে নারীর স্বাধীন চলাফেরার অধিকারকে আমরা প্রশ্নবিদ্ধ করি। বিভিন্নভাবে তাকে দোষারোপ করে আমরা নিজেদের অপরাধ আড়াল করবার প্রয়াস পাই।

অতি সম্প্রতি রাজধানীর বনানীতে সংঘটিত বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন মেয়েশিক্ষার্থীর ধর্ষণঘটনার প্রধান আসামি ধর্ষক সিফাতের বাবা আপন জুয়েলার্সের অন্যতম মালিক দিলদার হোসেন গণমাধ্যমকে যা বলেছেন তা খুবই আপত্তিকর ও গর্হিত। তিনি জন্মদিনের পার্টিতে যোগ দিতে রাতে হোটেলে যাওয়ায় মেয়ে দুটিকে 'খারাপ মেয়ে' দাবি করে বলেন, 'জোর করে কিছু করলে তাকে ধর্ষণ বলে। যে মেয়ে নিজের ইচ্ছায় হোটেলে গিয়েছে তাকে ধর্ষণ করতে হবে কেন?' না, এ বক্তব্য কেবল তার একার নয়, এতে আমাদের বৃহত্তর সমাজের মনোভাবই প্রতিফলিত। এটিসহ বিভিন্ন ঘটনায় আমরা নানা মহল থেকেই নারীর স্বাধীন চলাফেরার বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য শুনি। শুনি এমনকি অনেক নারীর মুখ থেকেও।

এ ধরনের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে পুরুষতান্ত্রিক খবরদারি আজো নারীকে ঘায়েল করবার প্রধান অস্ত্র হিসেবে এ অঞ্চলে টিকে রয়েছে; এবং বোঝা যায় যে সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতির বয়স ৪৫ বছর অতিক্রান্ত হলেও আজো আমরা নারীকে সমান মর্যাদার আসনে দেখতে কুণ্ঠিত ও অনাগ্রহী। অর্থাৎ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটলেও আমাদের সাংস্কৃতিক ও মনোজাগতিক পরিবর্তন তেমন একটা ঘটে নি, যেজন্য নারীর সমানাধিকারের প্রশ্নে আমরা এখনো রক্ষণশীল, পশ্চাৎপদ ও পক্ষপাতপূর্ণ আচরণ করি। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষিত অগ্রসর সমাজের একাংশও এ প্রশ্নে 'যদি-কিন্তু'র দোলাচলে পড়ে যান এবং নারীর সমান নাগরিক হওয়ার প্রত্যয়বিরোধী অবস্থান নেন।

এই প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন মাপার মাপকাঠি হিসেবে সংখ্যাগত সূচককে প্রশ্ন করা জরুরি। গুণগত অর্জন সম্ভব না হলে শুধু সংখ্যাগত অর্জন যে বড়ো কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন নিশ্চিত করতে পারে না তা আমরা এসব উদাহরণ থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারি।

সত্যিকারার্থে ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে নারী-পুরুষের মনোগঠনে পরিবর্তন আনতে পারার ভেতর দিয়ে। যখন নারীরা ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করেন; সরকার, সংসদ, মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন; আদালত ও সামরিক মিশনে নেতৃত্ব দেন কিংবা এভারেস্ট জয় করেন; তখন কেন আমন্ত্রিত হয়ে বন্ধুর জন্মদিনের পার্টিতে যোগ দিয়ে একজন নারী রাজধানীর একটি অভিজাত হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠান শেষে নিরাপদে ঘরে ফিরে আসতে পারবেন না? ঢাকা শহর কি একটি শ্বাপদসংকুল অরণ্য? এখানে কি সব হিংস্র জন্তু বাস করে?

এ ধরনের ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের বিক্ষুব্ধ ও হতাশ করে তোলে। মনে হয় কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, মানুষের মনোজাগতিক পরিবর্তন না এলে সমতাপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে।